কমিশন না পাওয়ায় প্রকল্প বাতিল

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য ও হাসান মেহেদী**

তড়িঘড়ি করে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) ডাই এমোনিয়াম ফসফেট সার কারখানা নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে করপোরেশন জাপান সরকারের উদ্বেগকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। এ সিদ্ধান্তের কারণে জাপান-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে শুরু হয়েছে টানাপোড়ন। অভিযোগ রয়েছে, সার ডিলারদের ব্যবসা টিকিয়ে রেখে কমিশন প্রাপ্তির আশায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে গৃহীত প্রকল্পটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে। তবে শিল্প মন্ত্রণালয় বলছে, অলাভজনক প্রকল্পের কারণে ডিএপি-২ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ার ২০০০কে বলেছেন, 'প্রকল্প চালু হলে বছরে সরকারের ৯২ কোটি টাকা লোকসান হবে।' তবে কিভাবে এ ক্ষতি হবে তার কোনো হিসাব বিসিআইসি দেখাতে পারেনি। জানা গেছে, এখন প্রকল্পটি বন্ধ হলে বাংলাদেশ দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চিটাগাং ইউরিয়া সার কারখানার সঙ্গেই ডিএপি সার কারখানাটি নির্মাণ করা হচ্ছিল। এ নির্মাণের জন্য গত বছর জুলাই মাসে বিগত সরকার টয়োকে বিসিআইসির মোট চুক্তিকৃত অর্থের শতকরা ১৫ ভাগ অর্থাৎ ১ কোটি ৬৫ লাখ ডলারও পরিশোধ করেছে। এ চুক্তি বাতিলের ফলে সরকারকে পরিশোধিত অর্থের ক্ষতি বহন করতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারকে বীমা দাবি ক্ষতিপূরণের জন্যও বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কেও অবনতি হবার আশঙ্কা রয়েছে। জাপান বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের জন্য প্রায় ৩৫ শতাংশ অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। গত ৮ আগস্ট জাপানি রাষ্ট্রদূত জিরো কোবায়াশি বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, এ প্রকল্প বাতিল হবার কারণে জাপানি কন্ট্রাকটরদের এবং নিপ্পন এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইনস্যুরেন্স কোম্পানির যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা বাংলাদেশ সরকারকে পূরণ করতে হবে। একই সঙ্গে জেবিআইসির ঋণ বিনিয়োগের কারণে যে কমিটমেন্ট চার্জ আসবে সেটাও বাংলাদেশ সরকারের পরিশোধ করতে হবে। জাপানের রাষ্ট্রদূত নিজেই সরকারের উর্ধ্বতন মহলে ডিএপি-২ প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি নিজে সচিবালয়ে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমানের সঙ্গে প্রকল্প নিয়ে বৈঠক করেছেন। ডিএপি সার প্রকল্প প্রসঙ্গে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ২০০০কে বলেন, ডিএপি সার উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের সমীক্ষা ও প্রস্তাব বিএনপি আমলেই করা হয়েছিল। আমরা কৃষির বৃহত্তর স্বার্থে ডিএপি সার উপাদানের দুটি প্রকল্প নেই। প্রকল্প গ্রহণে কোনো অনিয়ম হয়নি।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো মতিঝিল থানায় ডিএপি-১ ও ডিএপি-২ দুর্নীতি নিয়ে মামলা করেছে। মামলার নং ৮৫-৩/৬/২০০২। গত ৯ সেপ্টেম্বর মামলায় চার্জশিট দিয়েছে। মামলার চার্জশিটে সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও সাবেক শিল্প সচিব একেএম মশিউর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা রীতিবহির্ভূত চুক্তি প্রণয়ন, অনুমোদন ও স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে ব্যাংক গ্যারান্টির কমিশন বাবদ ৮.৫৭ কোটি টাকা সরকারের ক্ষতি করেছে। চার্জসিটের পরই তোফায়েল আহমেদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরয়ানা জারি করা হয়। তবে হাইকোর্ট এ মামলায় তাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছে।

'প্রকল্পটি খুবই ব্যয়বহুল। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রতিবছর সরকারের লোকসান হবে ৯২ কোটি টাকা। এ ব্যয় হবে যদি আমরা অতিরিক্ত উৎপাদিত সার রপ্তানি করতে পারি। তা না হলে এ ক্ষতি আরো অনেক বেড়ে যাবে'

এম কে আনোয়ার *শিল্পমন্ত্রী*

ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিল : সম্পর্কের টানাপোড়েন

আশির দশকের মধ্যভাগ থেকেই দেশে মিশ্র সার হিসেবে ডিএপি সার ব্যবহারের চিন্তা শুরু হয়। দেশে ডিএপি সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা এবং উৎপাদনের সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য '৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি তার রিপোর্টে ২০০০ সালে দেশে ডিএপি সারের চাহিদা ১২.৭০ লাখ টন নির্ধারণ করে। কমিটি দেশে ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ৮.৮২ লাখ টন সার উৎপাদনেরও সুপারিশ করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে জাপান কনসাল্টিং ইনস্টিটিউট (জেসিআই) একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পাদন করে। দৈনিক

১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিএপি প্লান্ট স্থাপনের সুপারিশ করে। এই যাচাই রিপোর্টে ডিএপি উৎপাদনের জন্য এমোনিয়া সংগ্রহের উৎস হিসেবে কাফকো অথবা চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার এমোনিয়া প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুপারিশ করে। এরপর ১৯৯৫ সালে দৈনিক ৫০০ মেট্রিক টন রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত এমোনিয়া উৎপাদনক্ষম কাফকো স্থাপনের প্রেক্ষিতে কাফকোর উদ্বৃত্ত এমোনিয়া ব্যবহার করে বিসিআইসি দৈনিক ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ডিএপি প্রকল্প স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে দেশে ফসফেট সার ব্যবহার সুষম পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য দৈনিক ৮০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১২০০ মেট্রিক টন ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে ৮০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। ১৯৯৮ সালের ৪ এপ্রিল ৪৫ দিন সময়সীমা দিয়ে বিসিআইসি দৈনিক ১২০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে। এই প্রকল্পের প্রাক-দরপত্র সভায় জাপানের দুটি প্রতিষ্ঠান টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এবং টমেনকো ও দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং কর্পোরেশন উপস্থিত থেকে দরপত্রে অংশ নেয়ার কথা জানায়। কিন্তু এ সময় ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস এক পত্র মারফত কোনো চীনা প্রতিষ্ঠান এই দরপত্রে অংশ নেবে না বলে জানায়। পরে এই দরপত্র আহ্বান বাতিল করা হয়। একটি ডিএপি প্রকল্পের বিপরীতে দৈনিক ৮০০ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি প্রকল্প কোনো দরপত্র আহ্বান ছাড়াই গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ডিএপি-১ প্রকল্পটি চীন সরকারের সাহায্যে, ডিএপি-২ প্রকল্পটি জাপান সরকারের সাহায্যে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরে চীনের 'কম প্ল্যান্ট' কোম্পানির ব্যবহার করা প্রযুক্তি সেকেলে বিবেচিত হওয়ায় এবং ইতিপূর্বে চীনা প্রযুক্তিতে স্থাপিত পলাশ ইউরিয়া সার কাখানার উৎপাদন ব্যয় অন্যান্য কারখানার তুলনায় বেশি প্রতীয়মান হওয়ায় ডিএপি-১ প্রকল্প বাতিল করা হয় বর্তমান সরকারের আমলেই। এ ব্যাপারে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শ্বেতপত্রেও বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। তবে বর্তমান সরকার ডিএপি-২ প্রকল্পটিকে লাভজনক বিবেচনা করে সেটি বহাল রাখে।

বাংলাদেশে ডিএপি সার ব্যবহার শুরু হয় ২০০১ সালের শুরুতে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত বছর ১ লাখ মেট্রিক টন ডিএপি সার ব্যবহার করা হয়েছে। এ বছর গত ৭ জুলাই কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিবিদ আব্দুস সামাদ স্বাক্ষরিত একটি সমীক্ষাপত্রে জানানো হয়, দেশে মাঠ পর্যায়ে স্থান বিশেষে ডিএপি সার বস্তাপ্রতি (৫০ কেজি) সর্বনিম্ন ৬২৮ টাকা থেকে ৭০০ টাকা দরে অর্থাৎ টন প্রতি ১২ হাজার ৫৬০ টাকা থেকে ১৪ হাজার টাকা দরে খুচরা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। এর ফলে ডিএপি-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশের ডিএপি সারের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে প্রতি মেট্রিক টনে ১,৭৭২ টাকা সাশ্রয় হবে। এর ফলে দেশের সাশ্রয় হবে প্রতি বছর ৪৬৭৮ কোটি টাকা। এছাড়া ডিএপি উৎপাদনের সময় প্রতি টন ডিএপি-এর সঙ্গে ০.৪০ টন ইউরিয়া পাওয়া যাবে। ফলে বছরে ২ লাখ ১ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি উৎপাদন করা হলে তা থেকে বছরে ১ লাখ ৫ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন বোনাস ইউরিয়া সার পাওয়া যাবে। ফলে ইউরিয়া আমদানি থেকে সরকারের আরও ১ কোটি ৬৩ লাখ ৬৮ হাজার মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION

ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিলের বিসিআইসি'র চিঠি। অথচ বিসিআইসি জানাতে পারেনি প্রকল্প বাতিলের কারণ

এই পরিসংখ্যানের পরেও বর্তমান সরকার গত জুলাই মাসেই ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিলের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এ পরিকল্পনা টের পাওয়ার পর গত ৮ আগস্ট জাপানের রাষ্ট্রদূত জিরো কোবায়াশি অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে জাপানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিল করা হলে জাপানি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং জাপানের বীমা কোম্পানি নিপ্পন এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইনস্যুরেন্স কোম্পানির (নেক্সি) যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন্য জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে আস্থার সঙ্গে অনুরোধ জানাবে। একই সঙ্গে এই প্রকল্পের প্রেক্ষিতে জাপান ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের যে 'কমিটমেন্ট চার্জ' আসবে সেটা পরিশোধের বিষয়টিও জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। পত্রের পরবর্তী অংশে কড়া হুমকি দিয়ে বলা হয়, 'এই প্রকল্প বাতিলের পর এটা খুব সম্ভব যে নেক্সি বাংলাদেশের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে নতুন রপ্তানি এবং বিনিয়োগ বীমা প্রদানে সম্মত না হওয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর ফলে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে কোনো নতুন রপ্তানি ঋণ দেয়া জেবিআইসি'র পক্ষে

'প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে আর হতো না। ডিএপি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন এমোনিয়া দেশের গ্যাস হতে উৎপাদিত হত। প্রকল্প নিয়ে অনিয়ম হয়নি। আমি প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার'

তোফায়েল আহমেদ *সাবেক শিল্পমন্ত্রী*

একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এ কারণে জাপান সরকার এই প্রকল্প বাতিলের ফলে জাপান-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতির বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারকে দায়িত্বের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'

জাপান বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৩৫ শতাংশ ব্যয়ের অর্থ যোগান দেয়। এ ছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশ জাপান থেকে বছরে ৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করে। অপরদিকে জাপানি বীমা প্রতিষ্ঠান নেক্সি বাংলাদেশে মোট রপ্তানির ৭০ ভাগ ঝুঁকি বহন করে থাকে। জাপান সরকারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলে জাপান থেকে মোট আমদানির ৭০ ভাগ যেমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তেমনি উন্নয়ন বাজেটের ১৫ শতাংশ অর্থের যোগানও হুমকির মুখে পড়বে। জাপান সরকারের এই হুমকি বাংলাদেশ সরকার কোনো গুরুত্ব না দিয়েই প্রকল্পটি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। গত ১৭ আগস্ট বিসিআইসি কোনো কারণ উল্লেখ না করেই এক পত্রের মাধ্যমে ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিল ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে গত ১৮ আগস্ট জাপানি কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠান টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে প্রকল্প বাতিলের সম্ভাব্য পরিণতি হিসেবে ৩০টি দাতা দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা জানিয়ে দেয়। শুধু যে জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি তাই নয়, বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে ২৩ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এর বিপরীতে ভূমির উর্বরতা শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্য অবশ্যই কৃষি গবেষণার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফসফেট ও পটাস সারের আনুপাতিক হার ইউরিয়ার সঙ্গে ৪ঃ২ঃ১ হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে ২৩ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়ার বিপরীতে অবশ্যই ১১.৫০ লাখ মেট্রিক টন ফসফেট সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে মাত্র ১ লাখ মেট্রিক টন টিএসপি ও এসএসপি উৎপাদন এবং ব্যবহার করা হয়। ডিএপি'র ব্যবহার খুবই কম। ডিএপি'র ব্যবহার হলে অন্য কোনো সার কম মাত্রায় ব্যবহার করেই উপরোক্ত অনুপাত ঠিক রাখা সম্ভব বলে একাধিক কৃষি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়। ডিএপি-২ বাতিলের ফলে এই কৃষি জমিতে সুষম সার ব্যবহার সাশ্রয়ী সম্ভাবনাও বাতিল হলো। উল্লেখ্য, পার্শ্ববর্তী সব দেশেই ডিএপি সার ব্যবহার করা হয়। গত বছর ভারতে ৬২ লাখ মেট্রিক টন ডিএপি সার ব্যবহার করা হয়।

এই প্রকল্প বাতিল প্রসঙ্গে বিসিআইসি কোনো কথা বলতে রাজি নয়। তারা জানায়, শিল্প মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে ভালো বলতে পারবে। বিষয়টি সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের

August 08, 2002

His Excellency,
[illegible]
Government of the People's Republic of Bangladesh,
Dhaka

Excellency,

I have the honour to convey Your Excellency the views of the Government of Japan on DAP-2 project as follows:

1. With regard to the project itself, the Government of Japan will refrain from intervening it, as long as the matter rests on business activities of the Japanese private companies. [illegible]

2. In case that the talks are failed and the project is cancelled, the Government of Japan requests the Government of Bangladesh [illegible] Insurance (NEXI) caused by the cancellation. The Government of Japan would also like to remind the Government of Bangladesh of the responsibility of the payment for the commitment charges [illegible] prepared by JBIC.

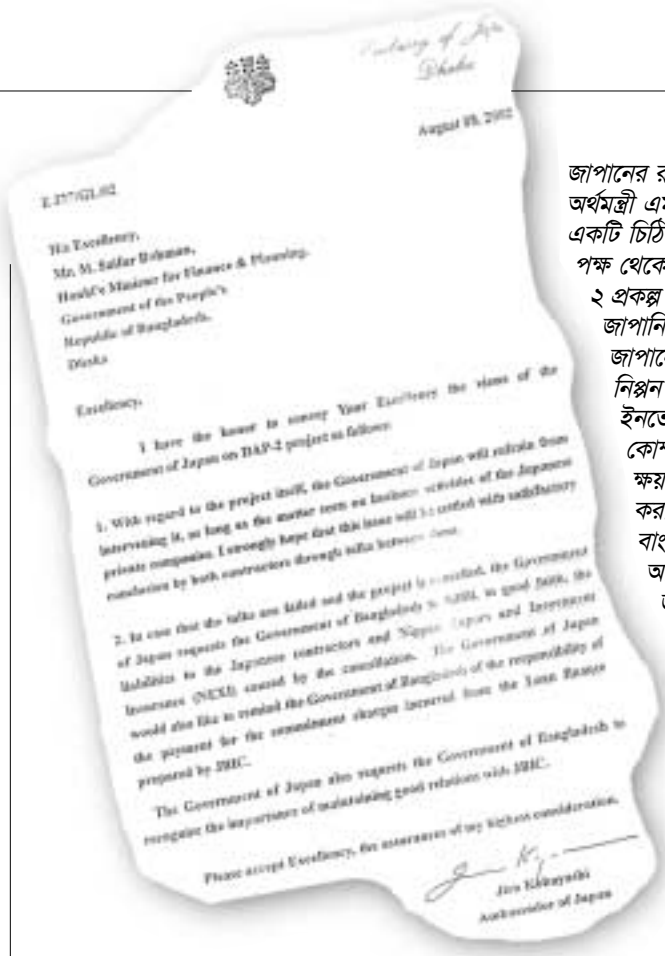

The Government of Japan also requests the Government of Bangladesh to recognize the importance of maintaining good relations with JBIC.

Please accept Excellency, the assurances of my highest consideration.

Jiro Kobayashi
Ambassador of Japan

জাপানের রাষ্ট্রদূত জিরো কোবায়াশি অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে জাপানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'ডিএপি-২ প্রকল্প বাতিল করা হলে জাপানি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এবং জাপানের বীমা কোম্পানি নিপ্পন এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইনস্যুরেন্স কোম্পানির (নেক্সি) যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা পূরণ করার জন্য জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে আস্থার সঙ্গে অনুরোধ জানাবে। একই সঙ্গে এই প্রকল্পের প্রেক্ষিতে জাপান ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের যে 'কমিটমেন্ট চার্জ' আসবে সেটা পরিশোধের বিষয়টিও জাপান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে

সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এ প্রতিবেদককে বলেন, 'উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ সার কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তার ব্যবস্থা না থাকাতেই এ প্রকল্প বাতিল করা হয়।' তার মতে, এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশে প্রায় বছরে ৪ লাখ টন ডিএপি সার উদ্বৃত্ত থাকবে। এই সার রপ্তানি করতেও বিপুল পরিমাণ ব্যয় হবে। তাছাড়া এ সার উৎপাদনের জন্য চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার এমোনিয়া উৎপাদন বাড়াতে ৪১৪ কোটি টাকা এবং প্রতি বছর কাঁচামাল হিসেবে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই ব্যয় উৎপাদিত সারের মোট মূল্যের তুলনায় বেশি। এ কারণেই প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে।

এন্টিকরাপশন চার্জশিটে উল্লেখ করেছে, তোফায়েল আহমেদ, সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও (২) ড. এ. কে এম মশিউর রহমান, সাবেক সচিব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক নিজেকে অথবা অন্যকে আর্থিকভাবে লাভবান করার অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতা রঅপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অলাভজনক ডিএপি-১ ও ডিএপি-২ নামীয় প্রকল্পদ্বয় স্থাপরে ব্যবস্থা করে। অর্থ বিভাগের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বাইরেও একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্যারান্টি থাকতে হবে এ মর্মে রীতি বহির্ভূত চুক্তি প্রণয়ন, অনুমোদন স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে ব্যাংক গ্যারান্টির কমিশন বাবদ ৮.৫৭ কোটি টাকা সরকারি ক্ষতি সাধনের ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে ১,২২,৭৭,৮৫০.৭০ টাকা পরিশোধ করে দন্ডবিধির ৪১৮/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের ২ নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করেছেন।

ডিএপি সার প্রকল্প গ্রহণ প্রসঙ্গে সাবেক শিল্পমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ ২০০০কে বলেন, ডিএপি

দেশে ২০০২-২০০৩ সালে সারের চাহিদা

সার	চাহিদা (মেট্রিক টনে)
ইউরিয়া	২৩ লাখ ৫০ হাজার
টিএসপি	৪ লাখ
ডিএপি	২ লাখ থেকে ৫ লাখ টন
এসএস ২	১ লাখ ২০ হাজার
পটাস সার	৩ লাখ ২৫ হাজার
এনপিকেএস	৫০ হাজার
জিপসাম	১ লাখ ২০ হাজার
জিঙ্ক	১৫ হাজার

বি: দ্র: ডিএপি বাদে সব সার ব্যবহার বৃদ্ধির হার শতকরা ৫.৬ ভাগ। ডিএপি বৃদ্ধির হার শতকরা ১২৬ ভাগ। উৎস : কৃষি মন্ত্রণালয়

মামলার চার্জশিটে সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ও সাবেক শিল্প সচিব একেএম মশিউর রহমানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা রীতিবহির্ভূত চুক্তি প্রণয়ন, অনুমোদন ও স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে ব্যাংক গ্যারান্টির কমিশন বাবদ ৮.৫৭ কোটি টাকা সরকারের ক্ষতি করেছে। চার্জসিটের পরই তোফায়েল আহমেদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরয়ানা জারি করা হয়। তবে হাইকোর্ট এ মামলায় তাকে অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছে

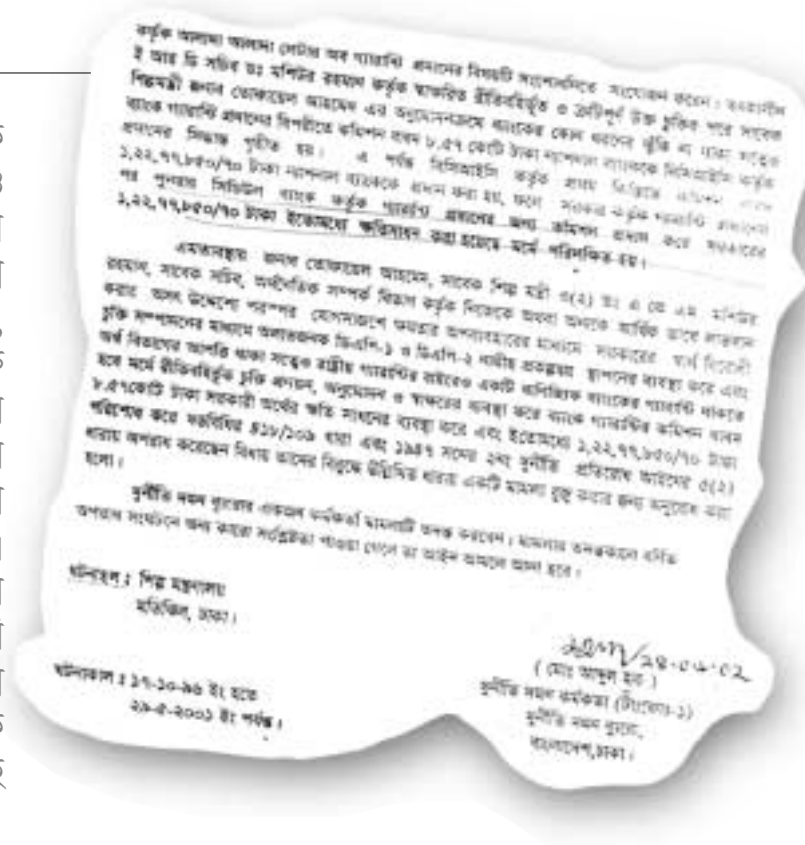

একটি মিশ্র সার। সারা বিশ্বে আজ এ সারের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। '৯১ সালে বিএনপি সরকার বর্তমান মৎস্য ও পশু সম্পদ মনত্রণালয়ের সচিব ড. জহুরুল করীম প্রধান করে দেশে ডিএপি সারের ব্যবহারের সম্ভাবনা সমীক্ষা পরিচালনা করে। '৯৫ সালে জয়েন্ট ইকোনোমিক্স কমিশন দৈনিক ১২০০ মেট্রিক টন ডিএপি সার উপাদান করার প্রস্তাব করে। ১২০০ মেট্রিক টনের একটি ডিএপি সার উৎপাদন কারখানা স্থাপন সম্ভব না হওয়া, ৮০০ মেট্রিক টন ডিএপি সার উৎপাদনের দুটো প্রকল্প নেয়া হয়। আন্তর্জঅতিক টেন্ডারও আহ্বান করা হয়। টেন্ডারে দরপত্র দাতা না পাওয়া যাওয়ায় নেগোজিশনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।' প্রকল্পটির কারণে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, 'এ যুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আর বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে আর হতো না। ডিএপি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন এমুনিয়া দেশের গ্যাস হতে উৎপাদিত হত। গ্যাস সম্পদের হতো সঠিক ব্যবহার।' ডিএপি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অতিরিক্ত দেড় লক্ষ টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হতো। দেশ হতো সারে স্বয়ংসম্পূর্ন। ডিএপি মিশ্র সার হওয়ায় কৃষির উপাদান বাড়তো। প্রকল্পর ব্যাংক গ্যারান্টির কমিশন বাবদ ৮.৫৭ কোটি টাকা ক্ষতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ডিএপি-১ প্রকল্পটির সঙ্গে শিল্পমন্ত্রণালয়ের তেমন সম্পর্ক নেই। ইআরডি মন্ত্রণালয়ের সচিব চুক্তি করে। পরবর্তী অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রকল্প বাস্তবায়নে তার শিল্পমন্ত্রণালয়ের ওপর ছেড়ে দেয়। তৎকালীন শিল্প সচিবই বিষয়টি তদারকি করেছে। তার বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলো না।' তিনি বলেন, 'আমি বর্তমান সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার হয়েছি।'

প্রকল্প বন্ধের নেপথ্যে

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দেশে ডিএপি সারের এ বছরের চাহিদা ২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধরা হয়েছে। গত কয়েক বছরে এ সারের চাহিদা বৃদ্ধির হার .১২৬ শতাংশ। কৃষি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আগামীতে এ সারের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ সত্ত্বেও অযৌক্তিক যুক্তি তুলে সরকার প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছে। প্রকল্প বন্ধের নেপথ্য কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে কমিশন। দেশে এখন ডিএপি সার পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে ইউরিয়া সারের প্রয়োজন ২৩ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। উৎপাদন হচ্ছে ১৯ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। ডিএপি প্রকল্প চালু হলে ডিএপির সঙ্গে দেড় লাখ টন ইউরিয়া সার অতিরিক্ত উৎপাদন হবে। ফলে বাইরের দেশ থেকে ইউরিয়া ও ডিএপি কিছুই আমদানি করতে হবে না। এ কারণে বন্ধ হয়ে যাবে সার ডিলারদের ব্যবসা, মন্ত্রী ও আমলাদের কমিশন। প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। উপঢৌকন গিয়েছে তাদের ঘরে। প্রকল্প বন্ধ করে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করলে লাভবান হবে ক্ষমতাসীনরা। তবে শিল্পমন্ত্রী এমকে আনোয়ার প্রকল্প বন্ধের কারণ প্রসঙ্গে ২০০০কে বলেছেন, 'প্রকল্পটি খুবই ব্যয়বহুল। প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে প্রতিবছর সরকারের লোকসান হবে ৯২ কোটি টাকা। এ ব্যয় হবে যদি আমরা অতিরিক্ত উৎপাদিত সার রপ্তানি করতে পারি। তা না হলে এ ক্ষতি আরো অনেক বেড়ে যাবে। তিনি বলেন, সার উৎপাদনের জন্য ৫০০ টন এসিড আমদানি করতে হবে কন্টেইনারে। এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।' প্রকল্প বন্ধ হলে জাপান সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'চুক্তির শর্ত অনুসারেই প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। এতে সম্পদের টানাপোড়ন হবে কেন?' তবে প্রকল্পটি নিয়ে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যানসহ সব কর্মকর্তাই কথা বলতে অস্বীকার করেছেন।

সম্প্রতি দেশে বিদেশী বিনিয়োগ এমনিতেই হুমকির মুখে পড়েছে। অভিজ্ঞ মহল আশঙ্কা করছে, ডিএপি-২ প্রকল্প বন্ধের কারণে আগামীতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দেশে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হবে। এমনিতে এখন সরকার রয়েছে বিপাকে। দুর্নীতির অভিযোগে ডেনমার্ক সরকার ফিরিয়ে নিয়ে গেছে ২৬৪ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য। কমিশনের সুযোগ না থাকায় নেদারল্যান্ড সরকারের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য ৯০ কোটি ৯০ লাখ টাকার কম্পিউটার ক্রয় প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে। নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক পরে সবচেয়ে বড় দাতা সংস্থা জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়ন ব্যবসায়ী মহলসহ সচেতন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।